একেই কি বলে সভ্যতা ?
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

ভূমিকা

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলিকাতা সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ত্তমান শতাব্দীর" বিষয়ক যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে মধুসূদন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

> তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য ; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল ; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্য হয়।—'সাবিত্রী' (১২৯৩), পৃ. ১৯।

বস্তুতঃ, মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া এবং মাত্র দুইখানি প্রহসনের রচনা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগে আদর্শ হইয়া আছেন ; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' তাঁহার প্রহসনগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে মধুসূদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এগুলি অভিনীত হয় নাই। এই ভূমিকার শেষে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' মুদ্রিত মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে এই প্রহসনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

We must have a farce with the Tragedy [কৃষ্ণকুমারী]. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the Tragedy as short as I can —পৃ. ৪৫৮।

২। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

Instead of lengthening it [কৃষ্ণকুমারী], I would rather write a Farce to be acted with it.—পৃ. ৪৫৯।

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ব

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ—পৌষ, ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫

মূল্য ~~বারো আনা~~ 2/-

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাত
৫—৩০।৭।১৯৪৮

৩। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে

After you have read over this Act [second Act of শর্ম্মিষ্ঠা], please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্ন শিবমন্দির ?"—পৃ. ৪৫৬।

মধুসূদন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নাম 'ভগ্ন শিবমন্দির' দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করেন।

মধুসূদনের প্রহসন দুইটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রথম প্রকাশিত হয়—কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন ; কিন্তু এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মধুসূদনকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন ; 'মধু-স্মৃতি'র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারে না। প্রহসন দুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল—

একেই কি বলে সভ্যতা ? / (প্রহসন)। / শ্রীমাইকেল মধুস্থদন দত্ত / প্রণীত। / "—ন প্রিয়ং / প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ।" কিরাতার্জ্জুনীয়ং। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান্‌হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৬ সাল। /

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। / (প্রহসন)। / শ্রীমাইকেল মধুস্থদন দত্ত / প্রণীত। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টান্‌হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৬ সাল। /

'একেই কি বলে সভ্যতা'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮ ; তন্মধ্যে শেষ চার পৃষ্ঠায় (৩৫-৩৮) এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া ছিল। এই অংশ পরবর্তী সংস্করণ হইতে বর্জিত হয়। আমরা বর্তমান সংস্করণে এই অংশ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়া মাত্র সংস্করণ হয়—১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও ৩২ ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে করা হইয়াছে—"(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)"-এর পরে গদার উক্তিতে। প্রথম সংস্করণে ছিল—"কর্ত্তাবাবুর ফর্‌সিটে আনতিস্ তো আরও ভাল হতো।" দ্বিতীয় সংস্করণে "ভাল" স্থলে "মজা" হইয়াছে।

মধুসূদন স্বয়ং এই প্রহসন দুইটি লিখিয়া খুশি ছিলেন না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাঁহার পত্রে আছে—

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces,-but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১০-১১।

প্রহসনগুলি প্রকাশিত হইবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেইকালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tillottama.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৪২৬।

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইয়ং বেঙ্গাল" অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।—৫ম পর্ব, ৬০ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহসন দুইখানির আলোচনা করিয়াছিলেন। নিজে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেষ প্রহসনখানি তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু নববাবুদের চরিত্র লইয়া রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা'র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।—পৃ. ২৬৭।

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার "Bengali Literature" প্রবন্ধে (শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, *Essays and Letters*, পৃ. ৩০-৩৮) এই নাটকখানির প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

Is this Civilization? is the best [farce] in the language.

'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত "পিতা-পুত্র" অধ্যায়ে মধুসূদনের প্রহসন দুইটি লইয়া আলোচনা আছে।

পরিশেষে, 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট একটি পত্রে লিখিত

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-কথা হইতে এই দুইটি প্রহসনের অভিনয়-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

...It is true that the two farces "একেই কি বলে সভ্যতা" and "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ" were written by our friend Michael for the Belgachia Theatre, but they were uot acted there This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Joteendra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in his memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "young Bengal" class getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgachia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of "young Bengal," and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of his letters to me "Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!"

I may mention here *inter alia* that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Sing made every preparation for having some English farces acted on the boards of the Belgachia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who took parts in these farces were the Rajah himself. Babu, latterly Raja, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Joteendra Mohun Tagore was all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Sing on the 29th March, 1861 put an end to the project for ever. Our Belgachia Theatre was broken up.

I must not omit to mention here that though "একেই কি বলে সভ্যতা" and "কৃষ্ণকুমারী" failed to find a favourable reception at the Belgachia or the Pathuriaghatta Theatre, they met with an enthusiatic welcome from the "Shobha Bazar Theatrical Society." The farce was acted there in 1865, and the tragedy in 1866.—পৃ. ৬৭০-৭, ৬৮১।

এই দুইটি প্রহসনের অভিনয় সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৫৬-৫৮ ও পৃ. ৬৬ দ্রষ্টব্য।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

[১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কর্ত্তা মহাশয়	গৃহিণী
নব বাবু	প্রসন্নময়ী
কালী বাবু	হরকামিনী
বাবাজী	নৃত্যকালী
বৈদ্যনাথ	কমলা
	পয়োধরী } খেম্‌টাওয়ালী
	নিতম্বিনী } খেম্‌টাওয়ালী

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

(প্রহসন)

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখ্‌চি এবলিশ[১] কত্তো হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ[১] কর্‌য়ে থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট[২] অতি পুয়র[৩] ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্[৪] করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে ? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি ? কিন্তু করি কি ? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড[৫] দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুখিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হুষ[৬]! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং[৭]। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্‌চি। (চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে! (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর[৮] নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সর্দ্দার, আর মনি ম্যাটারে[৯] এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ্ শীঘ্র করে আন্ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা! (মদ্যপান।)

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল[১০] হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে[১১] প্রোবিজন্[১২] জমাতে কশুর করে? হা, হা, হা! (পুনর্ম্মদ্যপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্‌গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ।

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌চেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তো চাই। সে য' হউক তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখ্‌লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে,[১৩] তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলো তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ। এম্‌নিই দেখ্‌ছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বল দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না! শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের[১৫] আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বল্‌বে বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির[১৬] নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্, এখন কি বল্‌বো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল[১৮] ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি[১৯]।

কালী। কেন, কেন?

নব। হুষ্! কর্ত্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ।)

কালী। (প্রণাম।)

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি—৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান ?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখ্‌তে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না ?

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং[২০] হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয় ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে, বাপু ?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব ? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখ্‌ছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন ?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্‌লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্[২১] করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা পাঠ য়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্‌য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট্।

(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই? নব বাবুর সভাভবন কই? রাধে কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ।) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে। তুমি কে গা? কাকে খুঁজ্‌চো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

নেপথ্যে। ও পুঁটী দেক্‌তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো. তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ! রাধে কৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ।) এই দেখ্‌চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্‌চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্‌বো ?

মাতাল। সে কি গো ? তুমি না সং সেজেচ ?

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ !

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি ? হাঃ শালা।

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা ? রাধে কৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা ?—এ আবার কি ? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে ?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ।)

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি ? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি ; এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ্ ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বলতে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে ? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি ?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারয়েচে ? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে ? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই ? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল ?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি ?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধে কৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ্যা, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়্য়ে দাঁড়্য়ে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বষ্ট মী প্রাণ হারয়েছে আমার"।

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্যা, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিলআসান আস্চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখচি; এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ।)

সার। হাল্লো[১]! চওকীডার! এক আডমী ওটার ডোড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্ডী ডওড়কে যাও, উষ্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জল্ডী যাও, ইউ[২] স্বুওর।

চৌকি। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইটার, ইউ ফুল[৩]।

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম[৪]—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।

নেপথ্যে। উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ।)

সার। আ ইউ,[৫] টোম্ চোট্টা হেয় ?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার। হেং ইওর[৬] গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগর,[৭] ডেকলাও টোমারা ব্যেগ[৮]মে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাঢে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্‌ব্রুট্,[৯]। ইয়েহ্ ব্যেগ্‌মে[১০] আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্‌স্ রাইট্! ইউ স্থটি ডেভল্[১১]। কেস্কা চোরি কিয়া ? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া ? টোম্ যাগে নেই ? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া ? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্,[১২] হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ্ দিয়া নেহিঁ—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্‌—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্‌।

সার। মম্‌! ইজ্‌ দি ওয়ার্ড, মাই বয়[১৩]! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বের্‌য়িছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্‌ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেল বাক্‌স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি? রাধে কৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ, আজ্‌ যে কত চিজ্‌ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্‌দান্‌টা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্‌ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্থেলে। বেটারগো কি আরামের দীন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্‌, ও হারাম্‌খোর বেটারগো কি আর দীন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্‌ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওট্‌তেচে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে? —ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্‌ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্‌স? উঃ, থু, থু, রাধে কৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

(মালী এবং বরফ্ওয়ালার প্রবেশ।)

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

(যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ।)

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যেণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্বো তাই ভাব্চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায় ?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখ্তে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশ্বী দেখ্তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্চি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্চি একবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এসব কথা শুন্লে কি আর রক্ষে থাক্বে ?

(নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ।)

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি![১৪] হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাক্‌বে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক, একে যে আমরা দেখ্‌তে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাট্‌লেট্[১৫] কি মটন চপ্[১৬] খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপ্‌নি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্ম বশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নেগেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কত্যে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌চি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুক্‌তে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড[১৭] হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ[১৮] নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্তে পারি।

কালী। নন্‌সেন্‌স[১৯]! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিক্[২০] দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্ দি ব্রুট্[২১]! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্[২২] আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতন। নব আর কালী যে আজ এত দেরি কর্‌ছে এর কারণ কি?

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্‌বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড্[১] নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্ আওয়ার্‌সেল্‌বস,[২] এমন কি জানে?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে! সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিঙ্গুলি মরের[৩] যে দুর্দ্দশা তা তো মনে আছে?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্[৪] টুকু দেখেছো? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্।

চৈতন। আঃ, তারা ফ্রেণ্ড[৫] মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্‌ছে—তা জান?

মহেশ। তা টুরূথ্[৬] বল্‌বো তার আর ফ্রেণ্ড কি?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর[৭] বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট্[৮] করবার আবশ্যক কি?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্[৯] হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন?

মহেশ। হিয়র্, হিয়র্,[১০] আমি এ মোসন্ সেকেণ্ড[১১] করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অব্‌জেক্‌সন[১২] নাই, একবার নেম্ কন্[১৩]—ব্রাভো![১৪] হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজ্‌তে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্[১৫] করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেল্‌মেন্,[১৬] আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে

যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না,—নাউ টু বিজ্‌নেস্[১৭]।

সকলে। হিয়র, হিয়র ! (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা— বেয়ারা—

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়।

সকলে। হিয়র, হিয়র।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ।)

চৈতন। সব্ বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্য পান) আর বোতল গ্লাস সব্ হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ্, খানিকটে বরফ্ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্‌থ[১৮] দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে[১৯]।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ।)

চৈতন। আরে এসো, বসো ! কেমন ভাই, চিন্‌তে পার ? তবে ভাল আছ তো ? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই ? আমার কি তেমন কপাল ?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার, (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

চৈতন। এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি ?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন ?—নব আসে নি বটে ?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না ?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন ? শুভ কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টা।

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে ॥
তখন্‌কার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায়্ পেতেম্ নিরবধি,
এখন্, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন্ মজেছে ॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?

বলাই। সাকী আবার কি ?

চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পার্‌সীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার নহো সাকী"।—তা, এসো, (সকলের মদ্য পান)।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্‌ছে না ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ।)

সকলে। (সকলে গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্ হিপ্ হুরে।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্‌সকিউজ[২০] কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাট্‌স এ লাই[২১]।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট,[২২] তুমি আমাকে লায়র[২৩] বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট[২৪] করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং[২৫] কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লীং!—ও আমাকে লাইয়র[২৬] বল্‌লে—আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন[২৭] করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো?

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তামায় যে বড় ভাল দেখচি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রেণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদ্যপান)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একবারে অবাক্ হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট[২৮]।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্‌পীচ[২৯]।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্‌চেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানরতঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করো যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এণ্ড[৩০] উই আর জলি গুড ফেলোজ[৩১]।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের[৩২] শিকলি কেটে ফ্রী[৩৩] হয়েছি ; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে ; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেসন[৩৪] যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট[৩৫] কর,—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়!

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্[৩৬] অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্![৩৭] (উপবেশন।)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুরে, হু—রে ; লিবরটি হল্—বি ফ্রী—লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো, (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্[৩৮]।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্[৩৯] (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে[৪০] যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া)—থ্রী চিয়ার্স ফর্[৪১] আমাদের চ্যারম্যান্—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—হুরে! হু—রে—হুরে।

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর[৪২] কর। আহা! কি সফ্ট[৪৩] হাত!

সকলে। ব্রাভো। (করতালি।)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি ? হ্যাঁ, আছে। এই নেও, (উভয়ের মদ্যপান)।

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির।

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, এবং হরকামিনী, আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেলূলে ভাই ?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ক্রূপ খেল্‌লি কেন ?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন ? হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে ?

হর। হাতে ক্রূপ না থাকলে পাস দোবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমলা। বাঃ বিবি দেবো না তো কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে ? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্‌তে পারিস্ তবে খেল্‌তে আসিস্ কেন ?

কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি?

কমলা। বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেয়ে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, লুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বাল্‌শের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্‌তে থাকি; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

(গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চ্যি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে— ?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে। ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ্, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো ? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি ? বল্ না রে সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন। আঃ, ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন ? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্।

হর। তবে বলবো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুম্মো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা ...ন বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

...সন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

...। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

... আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত ...না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না

কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ য়ে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম[১] কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্‌দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুকুয়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

(নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো[২]—তোকে আমি রিফরম্[৩] কত্যে চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই।

[প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্‌ড ফুল[৪] আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে [illegible] তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ?[৫] (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ। ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (ঐ) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো ?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি ? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি ? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা ? কি সর্ব্বনাশ ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি ? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান ?

নব। (সচকিতে) এ কি ? পয়োধরী যে ? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্‌চে বুঝতে পারিস্ ভাই ?

প্রসন্ন। (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো।

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্ং। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো ? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে ?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি ? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে ? ও মা, কি হলো ? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কি হলো ! ও মা, আমার কি হলো ! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্‌ত লা। (প্রসন্নের প্রস্থান) ও মা, ও মা, আমার কি হলো ! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঁঃ, ছি ! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি ? ও মা, আমার কি হবে ! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ।)

কর্ত্তা। এ কি ?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে !

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ ! হা দুরাচার ! হা নরাধম ! হা কুলাঙ্গার !

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কর্‌ো বক্‌চো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বক্‌চে কেন? ও মা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ও মা, তাইতো, এত কে জানে, মা?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন'।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

(যবনিকা পতন।)

ইংরাজী কথার অর্থ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

১	এবলিশ্	...	রহিত।
২	সবক্রিপ্সন্ লিষ্ট	...	চাঁদার বহি।
৩	পুঅর	...	অল্প।
৪	সেভ্	...	রক্ষা।
৫	অ্যাটেণ্ড	...	উপস্থিতি।
৬	হষ্	...	চুপ কর।
৭	জষ্ট দি থিং	...	তাইতো চাই।
৮	প্লেজর	...	আমোদ।
৯	মনি ম্যাটারে	...	টাকার বিষয়ে।
১০	গুড্ জেনেরেল	...	উত্তম সেনাধ্যক্ষ।
১১	গ্যেরিসনে	...	দুর্গে।
১২	প্রোবিজন্	...	খাদ্যসামগ্রী।
১৩	আই সে	...	আমি বলি।
১৪	বিএরের	...	মদের।
১৫	উইল্সনের	...	উইল্সন সাহেবের
১৬	ফ্যামিলির	...	পরিবারের।
১৭	ক্লাশে	...	শ্রেণীতে।
১৮	ওলড্ ফুল	...	বুড় পাগল।
১৯	মেমরি	...	স্মরণশক্তি।
২০	মিটীং	...	সভা।
২১	মীট্	...	সভায় উপস্থিত হওন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১	হাল্লো	...	এ কি?
২	ইউ	...	তুমি।
৩	ড্যাম্ ইওর্ আইজ্ ইটার ইউ ফুল	...	তুই কি কাণা? এদিকে বানর।
৪	ইফ্ আই ক্যেন ক্যাচ্ হিম্	...	যদ্যপি আমি তাহাকে ধত্তে পারি।

৫ আ ইউ	...	মর্ বেটা ।
৬ হেং ইওর	...	ছেড়ে দে তোর ।
৭ ইউ ব্লডী নিগর্	...	তুই কাল ভূত ।
৮ ব্যেগ	...	থলিয়া ।
৯ হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্ ব্রুট্	...	চুপ কর্ শ্যাম পশু ।
১০ ব্যেগ্ মে	...	থলিয়ার ভিতরে ।
১১ দেট্‌স্ রাইট্! ইউ স্যুটি ডেভল্	...	বটে বটে, কৃষ্ণ পিশাচ ।
১২ ওয়েল্ দেন্	...	তবে ।
১৩ মম্! ইজ্ দি ওয়ার্ড, মাই বয়	...	চুপ্ ।
১৪ মেমরি	...	স্মরণশক্তি ।
১৫ ফাউল্ কট্‌লেট্	...	রামপক্ষীর মাংস ।
১৬ মটঞ্চপ	...	মেষের ঐ ।
১৭ কাউয়ার্ড	...	ভীরু ।
১৮ মরাল করেজ	...	আন্তরিক সাহস ।
১৯ নন্সেন্স	...	নিরর্থক শব্দ ।
২০ কিক্	...	পদাঘাত ।
২১ ড্যাম্ দি ব্রুট্	...	মরুক, শালা !
২২ মিসন্	...	দৈব নিযুক্ত কর্ম্ম ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

১ লীড	...	প্রাধান্য ।
২ বিটুইন্ আওয়ারসেল্‌ভস্	...	আমাদের বিবেচনায় ।
৩ লিণ্ডলি মরের	...	একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ।
৪ প্রাইড	...	দর্প ।
৫ ফ্রেণ্ড	...	বন্ধু ।
৬ টুরূথ্	...	সত্য ।
৭ মেম্বর	...	সভাসদ্ ।
৮ ওএট্	...	অপেক্ষা করণ ।
৯ কোরম্	...	কোন সমাজে যত লোক বৈঠক করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়—ইতি রামকমল সেন ।

১০	হিয়র, হিয়র ...	শোন হে শোন।
১১	মোসন্ সেকেণ্ড ...	এও আমার মত।
১২	অবজেক্‌সন ...	বাধা।
১৩	নেম্ কন্ ...	সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত।
১৪	ব্রাভো ...	সাবাস্।
১৫	চ্যারম্যান প্রোপোজ ...	সভাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা।
১৬	জেণ্টেলমেন্ ...	হে মহোদয়গণ।
১৭	নাউ টু বিজ্‌নেস ...	এস, এখন কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক।
১৮	চেয়ারমেনের হেলথ্ ...	সভাধ্যক্ষের স্বাস্থ্য।
১৯	হিপ্ হিপ্, হুরে হুরে ...	সাবাস সাবাস।
২০	এক্‌সকিউজ ...	ক্ষমা করা।
২১	হ্বাট্‌স এ লাই ...	মিথ্যা কথা।
২২	হোয়াট ...	কি ?
২৩	লায়র ...	মিথ্যাবাদী।
২৪	শুট ...	গুলি করা।
২৫	ট্রাইফ্লীং ...	সামান্য।
২৬	লাইয়র ...	মিথ্যাবাদী।
২৭	মেন্সন্ ...	উল্লেখ।
২৮	হিপক্রীট ...	ভণ্ডতপস্বী।
২৯	ইস্পীচ ...	বক্তৃতা।
৩০	এণ্ড ...	এবং।
৩১	উই আর জলি গুড ফেলোজ ...	আমরা সকলেই মজার মানুষ।
৩২	সুপরষ্টিসনের ...	পৌত্তলিক ধর্ম্মের।
৩৩	ফ্রী ...	মুক্ত, স্বাধীন।
৩৪	সোসীয়াল রিফর্ম্মেসন ...	আচার ব্যবহারাদি, সভ্যতা।
৩৫	এজুকেট ...	শিক্ষাদান।
৩৬	লিবরটী হল ...	স্বাধীনতার হর্ম্ম্য।
৩৭	জেণ্টেলমেন, ইন দি নেম অব ফ্রীডম লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্‌ভস্	হে মহোদয়গণ! এস, আমরা স্বাধীন হয়ে সুখ ভোগ করি।
৩৮	কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস ...	হে সুন্দরীদ্বয়, নৃত্য আরম্ভ কর
৩৯	ফর এভর্ ...	চিরকালের নিমিত্ত।
৪০	সপর টেবিলে ...	রাত্রিকালে ভোজনের স্থানে।
৪১	থ্রী চিয়াস ফর্ ...	তিনবার চীৎকার।

৪২	ফেভর	...	অনুগ্রহ।
৪৩	সফ্‌ট	...	কোমল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১	ড্যাম	...	মর্‌।
২	মাই গুড ফেলো	...	হে আমার প্রিয়বর।
৩	রিফরম্‌	...	সভ্য।
৪	ড্যাম কর্ত্তা—ওল্‌ড ফুল	...	মরুক কর্ত্তা বুড় পাগল।
৫	ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ	...	আমি কি সুখভোগ করবো না।
৬	ড্যাম্‌ড স্লেভ্‌	...	ক্রীতদাস।
৭	হিয়ার, হিয়ার, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন		শোন শোন, আমারও এই মত।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

[১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু।

পঞ্চানন বাচস্পতি।

আনন্দ বাবু।

গদাধর।

হানিফ্ গাজি।

রাম।

পুঁটি।

ফতেমা (হানিফের পত্নী।)

ভগী।

পঞ্চী।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদাতালার মৰ্জ্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো! এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্‌তে কষ্টুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়!

(ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন্ কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কাল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন্ মাফ্ করুন্।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান নাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; —বড় সুন্দরী বটে, অঁ্যা? আচ্ছা ডাক, হানিফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্. এদিকে আয়।

হানি। অঁ্যা, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস ছাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সা গুলো দেওয়ান্‌জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কত্তা।

[প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে! (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই কর্‌তে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্‌ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্‌তে খুব ভাল তো রে।

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো।

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্‌তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফের মাগ তার চাইতেও দেখ্‌তে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক্ ঠাক্ কত্যে পার্‌বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥" আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্ব ফুঁল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব্ লাগ্‌লো দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভাল মন্দ জিনিস সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে নেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্‌তে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভাল বাসেন, আর বছর২ এক এক খানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) "শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে হুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয়, মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে২ এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্‌, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্‌?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বল্‌তে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।)

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত্‌ কত্যে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্‌ গাজীর নিকেতন-সম্মুখে।

(হানিফ্‌ এবং ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্‌ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার্যো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্‌দুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন্‌ কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর্‌ কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্টয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্থে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দিক্‌ অবলোকন করিয়া স্বগত) থূ, থূ! পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আস্‌তে গা বমি বমি করে। থূ, থূ। কুঁকড়র পাখা, প্যাজের খোসা। থূ, থূ। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বল্‌তে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়য়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ।)

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল্, আমি চল্লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্ কত্যি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি। সে যা হৌক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্

মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ্ থাকে, আর তুই সম্‌ঝে চলিস্ ; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্‌তেচে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগো, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না ; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেচি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাৎ চিত্ আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ।)

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল্?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে

যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত্ না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি এ কথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্‌ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। য্যাগ্যে, তার জন্থি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন্ চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুল্‌খান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা।

ভক্তবাবু আসীন।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছু ড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্য্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হোক, এখন যে হান্‌ফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য! (চতুর্দিক্‌ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাৎ!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ।)

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাক্‌তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখা পড়া হচ্যে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দুকালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে, বাপু?

আন। আজ্ঞে ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বল্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি।

ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌চে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল গ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ।)

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থূ! থূ! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থূ! থূ!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক

দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ! কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক্কু ছিলিম অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচ্চি।

গদা। (তকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।)

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকটা দে। কত্তাবাবুর ফর্‌সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ।)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্‌তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো। হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা! হা! হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কর্ত্তাবাবু আস্‌চে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

(ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পারবে, আপনি আস্থন।

ভক্ত। যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজ্‌টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভাল বাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্‌সটা আর আরসিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্‌বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্‌স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

(গদার পুনঃপ্রবেশ।)

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

(বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ।)

বাচ। ও হানিফ্‌!

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্‌ছি কেউ আসে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বথ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্‌জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্‌ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর্, তাতো থাক্‌পো; লেকিন্ আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাচ্ছে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্, হানিফ্, অমন রাগ্‌লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলুয়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত।)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি

আমি এখনে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো ?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বলূবে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি ? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আস্থন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার্, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমুন কোরে থাক্‌পো ?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পারবে বল্ ; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো ; এখনে আল্লা যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই ; আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি সুক্‌ই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাব্‌ছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়্যে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিগে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিগে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল সিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত্ কি না,—কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো পুরুষ!—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) আঁ্যা—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) আঁ্যা—আ-আ-আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব!

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মা গো—কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দেখ্, না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (**অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।**)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আস্‌তে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচ্‌পোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলেম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ দেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্‌নিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরমআত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি করো্য যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ! এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ্ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপ্‌নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্‌নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের

শেষ ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু ?—নাড়্যের গায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না ?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত !

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু ?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম ; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর ? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো !

পুঁটি। উঠুক্ বাছা ; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে ? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি ?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফ কে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা ! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্‌পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না ?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত ; যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্‌বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম, "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ॥"

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত

পদ্মাবতী নাটক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৪৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৫

মূল্য বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫—২৬।৭।১৯৪৮

ভূমিকা

মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'। ইহার পরেই তিনি দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রচ্ছন্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি রাখিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী নাটকে' তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই একটি মাত্র কারণে 'পদ্মাবতী নাটক' চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩) লিখিয়াছিলেন—

> ...এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পদ্যগুলি নূতন-প্রকার—অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা পয়ারের প্রতি-অর্দ্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এইজন্য উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইঙ্গরেজির মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করেন নাই—মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা, এবং পদ্মাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।—পৃ. ২৬৫

গ্রীক ধর্মপুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত—এ কথা মানিয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয় এই নাটকটিকে "কবির স্বকপোলকল্পিত" বলিয়াছেন। কিন্তু 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু দেখাইয়াছেন (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮-৫১), ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

> ...Discordia অথবা কলহদেবী, অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্য, একটী সুবর্ণময় "আপল্" (apple) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তাহাতে ইহা "সর্ব্বোত্তম সুন্দরীর জন্য" এইরূপ লিখিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটরের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী স্থির করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা, ট্রয়-রাজপুত্র পারিসকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে, আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্য, পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃতা হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস্ তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী, এবং ভিনস্ তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম সুন্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতা হন। পারিস সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে ভিনসকেই সুবর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীদ্বয়, ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে, পারিসের সর্ব্বনাশের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন, এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির ন্যায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই,

মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল, এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে, গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্, ডিস্‌কর্‌ডিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্ত্তে মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে যক্ষরাজমহিষী মুরজা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্যা সৌন্দর্য্যাভিমানিনী রমণীর ন্যায় বিবাদপরায়ণা না করিয়া মধুসূদন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতি, বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও সৌন্দর্য্যাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে এরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। সামান্যা রমণীর পক্ষে যাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সঙ্গত নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুসূদন তাহাকে এরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অনুকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> পদ্মাবতী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / "চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।" / মুদ্রারাক্ষসঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৭ সাল। /

মধুসূদনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণের (১২৭৬ সাল, পৃ. ৯০) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

'পদ্মাবতী'-সম্পর্কে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুদের চিঠিপত্রে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।—

১। মধুসূদন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯

> Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Some time ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self— a d—d unpleasant subject.—'জীবনচরিত,' পৃ. ২৪৭।

২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে, ৮ মে ১৮৫৯

> Three or I believe four acts of your new drama are with my brother. I have not had the pleasure of seeing them yet, but from the synopsis which was

read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors. —'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১১৯ ২০।

৩। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে

I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgment. Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed,—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for that would make the thing at once unpopular and injure the cause for many years to come.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৬৫ ৬৬।

৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬০

...I don't know if you have seen 'Sarmistha' or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১১।

৫। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬০

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১৬-১৭।

৬। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে, ২২ মে ১৮৬০

I quite forgot to mention in my last letter that I have read পদ্মাবতী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short the play is well worthy of the author of *Sharmista*; ...—'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৬৪।

৭। মধুসূদন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬০

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৩২১।

মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটক' লইয়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই পর পর মধুসূদনের চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'পদ্মাবতী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক বার কলিকাতার ধনী-গৃহে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ-রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। সে-যুগে পদ্মাবতী গীতাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

পদ্মাবতী নাটক

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ইন্দ্রনীল। (রাজা)।
মানবক। (বিদূষক)।
রাজমন্ত্রী।
দেবর্ষি নারদ।
মহর্ষি অঙ্গিরা।
মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী।
ঐ পুরোহিত।
কলি।
সারথি।

শচী দেবী।
রতি দেবী।
মুরজা দেবী।
পদ্মাবতী।
বসুমতী। (সখী)।
মাধবী। (পরিচারিকা)।
গৌতমী। (তপস্বিনী)।
রম্ভা। (অপ্সরী)।

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

পদ্মাবতী নাটক

প্রথমাঙ্ক

বিন্ধ্যগিরি ;—দেব-উপবন।

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্তে দেখ্তে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্য়ে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে? সে যা হৌক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর্য়ে এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন।)

(শচী এবং রতির প্রবেশ।)

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। করবে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আসচেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

(মুরজা দেবীর প্রবেশ।)

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বল্‌তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্‌লেন?

মুর। তিনি বল্‌লেন—"বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ।)

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কর্‌তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন কর্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই

পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্যে?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষুঃ শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি?

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন কর্য্যে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে!

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায়! এ কি সামান্য বিপদ!—

শচী। (সহাস্য বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন্ না কেন?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন্।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্‌লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধর্‌য়ে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাকতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে?

উভয়ে। কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখ্‌লে?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্‌লে ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে?

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্‌লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগত্যা? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস্! তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ ।)

নারদ। (স্বগত) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে বীণাধ্বনি করে্য একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত। [প্রস্থান।

মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করে্য দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ ন্‌লে ত? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি।

[সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাদ্য।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তে-ছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম!—আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌ছিলেম! বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করতেছিলাম, আর চতুর্দ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি? এঁরা সকল কে?—দেবী কি মানবী?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ।)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও, এঁদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্‌তে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখ্‌তে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্‌লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?—যে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখ্‌ছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলেম, তা আর কাকে বল্‌বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ্‌ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচী দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্‌থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুজনেই দেখ্‌ছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ্‌ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বত-

শৃঙ্গে বাস করে বটে ; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্‌বো ? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুক্যে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে ? আরও দেখুন, ধন-উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুত্‌পোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ কর্য্যে, তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে ?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে ? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য ? এ বিপদ্ হত্যে কিসে পরিত্রাণ পাই ?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না ?

সকলে। তা কেন হবো ?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লি ? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ কর্য্যে, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কর্‌লি ? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌বো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভুল্‌বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে ? তা পরে আমার

অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ; এখন যে এ ঝঞ্ঝটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করো্যে যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারথির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি ? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্‌লে ?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায় ?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও—হো !—হৈ !—হৈ !

রাজ। সারথি, তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোত্থেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই ?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। ও বাবা ! এ আবার কি ? পর্ব্বতটা রেগে উঠ্‌লো না কি ?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিঃক্ষেপ করিয়া প্রকাশে)

হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি! আমি এই নাক কান মলে বল্‌ছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্র।

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্যে।—পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো তুই আবার কোত্‌থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে।—তুই লো।

বিদূ। মর্, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা।

নেপথ্যে —বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্।

নেপথ্যে।—ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদূ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—অ্যাঁ—ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখ্‌তে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্‌লেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো। আমি বিদর্ভ-নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপন'কে আমি আর অধিক কি বল্‌বো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ন্যায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বল্‌বেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রা'জার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ্‌ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মর্‌ মূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল্‌ দেখি, কিসে চিন্‌তে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্‌চে। সিংহের হুহুঙ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপকর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই অ পনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্ত বারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্‌লে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন্ দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাব্‌চি কি—বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ।)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান।

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্চ্যেন।

সখী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির হয়ে বস্‌তে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্চ্যে।

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্চ্যে।

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচ্‌বার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর্, এ কি পট দেখ্‌বার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকচেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্যি।

(চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ।)

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্‌চ, এ একটা কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক এক খান করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্যি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন?

তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকে তবে আর দেরি করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদ্‌চেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবনপুত্র হনূমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়্‌ছে। সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি।)

পদ্মা। সখি—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্‌ত লা।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্ব্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জান্‌তেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েক বার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এ ত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পার্‌বে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত

করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান।)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি ?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল ?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখ্‌তে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে ?

সখী। ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকিয়ে রাখ্‌লে ?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর দাও না কেন ? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখবো ?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আন্‌তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্ ?

পরি। কেন ? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে। [প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল ?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চি[illegible]কাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে ?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার স্বর বাঁধ্‌তে বল।

[প্রস্থান ।

সখী । আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম ।

পদ্মা । হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয় ? দেখ, এই যে ধুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ করে্য বিকশিত হয় । জননি, তুমি পরমদয়াশীলা । (পরিক্রমণ করিয়া) হায় ! আমার কি হলো । আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌চি, তার কথা আর কাকে বল্‌বো ? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—"কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন । প্রিয়ে, তুমি আমার ।" এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন । আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি । এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে ? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্চে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর ।

নেপথ্যে । রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না ? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ করবো না ।

পদ্মা । (স্বগত) হায় ! আমার এমন দশা কেন ঘট্‌লো ? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুল্‌তে পার্‌বো ?

(পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ ।)

পরি । রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না । আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে ।

পদ্মা । তবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ ।)

শচী (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না । ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে ? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্‌লে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে । রতি ফাঁদ পাত্‌লে তাতে কে না পড়ে ? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে ?

মুর । তা ও এখানে এসে কি করেছে ?

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রীরত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্‌বে?

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্য্যে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি?

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ কর্য্যে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্‌বে না পূজা কর্‌বে? সখি, তোমাকে আর কি বল্‌বো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য?—ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্ না কেন?

নেপথ্যে। চুপ্ কর্ লো—চুপ্ কর্। ঐ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্যেন। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর্, এত গোল করিস্ কেন?

নেপথ্যে।

(গীত।)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥

সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তা তো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥

মুর। শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্র মানবকেও যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি!

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্যে পার্‌বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি

প্রদান করেন পরে ? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি !
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত। (চিন্তা করিয়া)
বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে ?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর ?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে ! মলয়-মারুত,
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে। (পরিক্রমণ)
যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা
ভোগী সে ! (দীর্ঘনিশ্বাস)—

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা ! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও ?

(সখীর প্রবেশ।)

বসুমতী না ? আরে এস, দিদি এস ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্‌তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে ?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে ?

সখী। যে বলুক্ না কেন ? বলি এ সত্য ত ?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে ? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন

যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাকৃতে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন? (হাস্য।)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ করৃলে, সে যে তৎক্ষণাৎ জলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্যবদনে) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার হামান্‌দিস্তায় যে পান মস্‌লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। স্থুদু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা করৃবে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আসৃবে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদ্‌ছি আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন।)

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো ? কি আপদ্! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থ ই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন ? কি হয়েছে ?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদ্‌তে হয় ? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্‌লে তোরা সুখী হবি ?

পরি। বালাই! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক্, তিনি থাক্‌বেন কেন ?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা ?

পরি। তুমিও যেমন। কে কাঁদচে ? তুমি কাণা হলে নাকি ?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি ?

পরি। হাস্‌বো না কেন ? এই দেখ (হাস্য ও রোদন।)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্‌চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন ? আমি কি খেঁকশিয়ালী। যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই।

পরি। চল।

[উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখ্‌লে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয় ? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে ? আর তা না হবেই বা কেন ? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে ? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্‌বে হে ?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত।

পরজ কালংড়া—একতালা।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল !
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে ;
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥
মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল ॥

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখিগে। [প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। সখে মানবক।

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। আরে ও আবার কি? আমি একজন বণিক্; তুমি আমার মিত্র; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আর বল্‌তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান করে্য আসি। আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বল্‌বো।

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্‌বে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনূমান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপ্‌ড়ে এনে ফেল্‌বে! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচ্যে তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেম্‌নিই বেরুচ্যে। আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ, ভারে ভারে আস্‌চে যাচ্যে তা দেখ্‌লে একেবারে চক্ষুঃস্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন

এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌চি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্‌লামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুণ পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক কর্যে ভস্ম করে ফেলেন।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্‌ বানর। আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখ্‌তেছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্‌ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদ কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্য দ্রব্য—এই দুটার একটা না একটা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ—এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। মাধবি, আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বই ত নাই! তা তুমি পড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ্, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরুপর্ব্বত যে কোথায় তা কে বল্‌তে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি কর্‌বো! আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বে? এ কথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কর্য়ে অবশেষে সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বসছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাব্‌লে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর্। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? এ কি আশ্চর্য্য! তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আন্‌গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করো্য জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্‌লেম। [প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ করো্য এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন? হায়, এ

কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো ? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা ! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন ?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি ?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন ? (উপবেশন।)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ?

সখী। (সহাস্য বদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন ? তাতে কি ফললাভ হবে ?

সখী। বলি দেখই না কেন ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করো, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায় ?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময় !

সখী। পরিহাস কেন ? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন। (প্রকাশে) সখি ! তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন।)

সখী। হায় ! এ কি হলো ? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায় ! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেম ?

(বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। এ কি ? সুন্দরি ! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে ?

সখী। মহাশয় এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘট্‌লো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন।

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্‌বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখী মাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে্য সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই।

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্তে আসচে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু। এ কি—

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগ্‌লো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।)

সখী। এই এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ্। এই দেখ্ আমি ফুল ছড়াচ্যি।

নেপথ্যে। (গীত।)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল যৎ।

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মনে॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করো্য উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাক্তো না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উদ্যান।

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করো্য জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বল্যে গণ্য কর্তো। হায়, কোন দুর্দৈব বিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠ্লেন!

কঞ্চু। দুর্দৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারত-ভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহাসমারো'হে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না এ একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রা কালে, রাজবালা, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জান্‌তো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বল্‌বো! (রোদন।)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আস্‌চেন? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় ওঁর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন

রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করো্যে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প-শরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কত্ত্যে চাও। (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কত্ত্যে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠ্‌লো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনূমান্।

ঐ। কেন? হনূমান্ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ্ দেখি—যেমন হনূমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্।

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

ঐ। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্‌বি? ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুকতে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ্ কর হে—চুপ্ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্ছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনূমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনূমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো্য যাই, তবে তুই আমার কি কত্যে পারিস্?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্যে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রথম। (কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞ্চু। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ করো্য রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্ছি, না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর—তোরণ।

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি ! (পরিক্রমণ।)
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ।)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—

বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ।) কি আশ্চর্য্য!
অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী!
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে) কেনই না হব?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি?
ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে! (চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)

(অবগুণ্ঠিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্চে না? এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক

আমার নাম শুন্‌লেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্‌তে পারে ? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন ? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও কর্য়ো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্য়ে মর্চ্যে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি ?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও ? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়্যে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য।)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না! আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্‌চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাক্‌বেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! সারথি যে একলা আস্‌চে ?

(সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্‌চো ?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন ? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয় ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে ?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই ?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য।)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো্য আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করো্য, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি, চল। আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন। [সকলের প্রস্থান।

(রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদ্‌টু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্‌ছো, এ ত রক্ত নয়। এ—আল্‌তা-গোলা। (উচ্চহাস্য।) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁদুর-চুপড়ী থেকে খানকতক আল্‌তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; তবে কি না একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাক্‌লে কি এত করে উঠ্‌তে পাত্যেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাব্‌বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্য।) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে দুষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার

কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি ?

বিদূ। কেন, কি হলো ?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্‌ছি।

বিদূ। দেখ্‌বে না কেন ? ওহে, দোল্ দেখ্‌তে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না ?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি ?

বিদূ। যাব না কেন ? কি হে, তুমি কি ভেবেচো যে আমি একটা টোলের ভট্টাচার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধর্য্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই ! (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয় ? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি ?

বিদূ। আর কি সংবাদ ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্রে ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত ! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য।)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আস্‌চেন।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক।)

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

ঝাঁজস্বুরট—একতালা।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
উৎসবরত যত পুরজন,
পুলকে সব হইল মগন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে॥

সৈন্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান, বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্যভুবন মাজে॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আনগে তো। মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্চোন।

বিদূ। ঐ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আলুতা-গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশিখরস্থ গহন কানন।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে।)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!
মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল, কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?
কলি। সে কি, দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?
শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে!
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাসি—নিশি অবসানে।
যত রত্নরাজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।
কলি। যে আজ্ঞা! বিদায় তবে হই আমি, সতি। [প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার দুষ্ট দমন করবার জন্যে সময় বিশেষে

ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করো্যে বল্‌বো? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এদিকে কে আস্‌চে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন? এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম। [প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পার্‌বে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে। [প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে। এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদ্‌সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্‌তে পেলেম না। (রোদন।) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের

প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা থাক্‌বেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুন্‌লে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কার ধ্বনি করেন;—আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন? (রোদন।) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুন্‌লেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আসচে না!

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এই ন্নাও। আঃ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বল্‌বো?

পদ্মা। (জল পান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে। (রোদন।)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন।)

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন।)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জনপূর্ণ কর্যে ভাসালে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন।)

পদ্মা। সখি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্তো হতো না! হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর, আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত করো, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ! আপনি কি বল্যেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্‌লেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন! মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ করো ওখান থেকে একটু জল আন্‌লে বড় উপকার হয়। ইনি এক জন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করো বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্‌লেম। [প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য।) এ কি? আকাশে।

(গীত)

[লুম—যৎ।]

আর কি কব তোমারে?
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত
পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী;
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে!
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে!
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে॥

(কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ।)

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করুবো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাক্‌বে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গা?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান।)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বল্‌বো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শান্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে কর্য্যে নিলে না? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন? ওঁর যদি এখানে থাক্‌তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্‌বে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ।

(রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করো্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কত্যে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। [প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেচি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি।)

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। (গীত)

[বারোওাঁ—ঠুংরী।]

পীরিতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন্॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক—

বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদূ। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হোক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়-গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। এ কি?

বিদূ। মহাশয়, আর কি বল্‌বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা! আর্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহ-স্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন। হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক।

বিদূ। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন। [উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ।

(শচীর প্রবেশ।)

শচী। (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্ম্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

নেপথ্যে। (গীত)

[বাহারভৈরবী—যৎ।]

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে,
পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত,
সৌরভ রসিত,
সতত মলয় সমীরণে।
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে,
মোদিত হরষে,
যুবক যুবতি সুমিলনে॥

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হৌক, এত দিনের

পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্বপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করে্য বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ করে্য ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা কর্বে?

(পুষ্পপাত্র-হস্তে রম্ভার প্রবেশ।)

রম্ভা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি?

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুন্‌লে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুনগুন কত্যে লাগ্‌লো, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শংখধ্বনি করে্য স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি কর্‌লি?

রম্ভা। আর কি কর্‌বো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়্‌লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি যক্ষেশ্বরি, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো!

শচী। কেন? কেন? কি করেছি?

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন) হায়! এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন?

মুর। সখি, আর বল্‌বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?

মুর। আর কে বল্‌বে? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ্‌থেকে পেলে?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করো্যে শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকূটপর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্‌চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ।)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

শচী। ভগবন্, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্‌লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায়, আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্য বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্‌লে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য। স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যে কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্যে আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞে। [নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম।

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ।)

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না! তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আস্‌বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।—

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব। (রোদন।)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন।)

গৌত। বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়্যে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, দুই জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎ-কালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করো বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো। [প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন।)

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্যে আরম্ভ কর্‌লে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আস্‌চেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখ্‌লে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত! বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)